৫৬

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 17 NOV 1997 ... ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

ডাকসু ও ছাত্ররাজনীতি

আমাদের দেশে পাকিস্তান আমলে মহান ভাষা সংগ্রাম থেকে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সামরিকতন্ত্র ও স্বৈরশাসন উৎখাত এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের বিভিন্ন স্তরেই ছাত্র সমাজের রয়েছে অত্যন্ত সুদীর্ঘ গৌরবজনক ভূমিকা। কোন কোন পর্যায়ে অগ্রণী ভূমিকাও। একাত্তরের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধেও দেশের লড়াকু জনগোষ্ঠীর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় তাদের রয়েছে বীরত্বপূর্ণ অমূল্য আত্মদান।

আবার স্বাধীনতাউত্তরকালেও গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে এদেশের ছাত্রসমাজ তাদের ঐতিহ্যবাহী দায়িত্বশীল, সচেতন ও অকুতোভয় ভূমিকার বলিষ্ঠ স্বাক্ষর রেখেছে। ছাত্ররাজনীতি সে হিসাবে সুদীর্ঘকাল এদেশে গণতান্ত্রিক রাজনীতি বিকাশের পরিপূরক শক্তি হয়ে থেকেছে এবং স্বভাবতই গণমানুষের আস্থা ও শ্রদ্ধাও অর্জন করেছে। ছাত্রসমাজ ও ছাত্ররাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু ও নেতৃত্বদানকারী শক্তি হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ তথা 'ডাকসু' দীর্ঘ কয়েক যুগ ধরেই সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের আশা-ভরসার স্থল হয়ে থাকার পাশাপাশি গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারক হিসাবেও পরিগণিত হয়েছে।

কিন্তু পাশাপাশি এদেশের কায়েমী স্বার্থবাদী মহল, সাম্প্রদায়িক ও অগণতান্ত্রিক রাজনীতির ধারক-বাহকরা কখনই চুপ করে বসে থাকেনি। আগাগোড়া তারাও নানাভাবে সচেষ্ট থেকেছে ছাত্রসমাজকে বিভক্ত করতে, তাদের রাজনীতিকে দলীয় রাজনীতির লেজুড়ে পরিণত করতে এবং অর্থ, বলপ্রয়োগ, ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশলের মাধ্যমে ছাত্ররাজনীতি ও ছাত্রনেতৃত্বকে নানাভাবে বিশৃঙ্খল, অকার্যকর বা নিষ্ক্রিয়, বিভ্রান্ত বা বশীভূত কিংবা কলুষিত করতেও থেকেছে সদাতৎপর।

শুধু 'ডাকসু' নয়, দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ, যেমন রাকসু, জাকসু, চাকসু প্রভৃতি এবং দেশের বিভিন্ন সাধারণ ও কারিগরী মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদগুলোও একইভাবে যেমন গৌরবময় সংগ্রামী ঐতিহ্যের অধিকারী, তেমনি পাশাপাশি হয়েছে নানারকম ষড়যন্ত্র ও দলীয় রাজনীতির টানাপোড়েনের শিকার ও সেগুলোর কেউ কেউ হয়েছে কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর সেবাদাস। এর ফলেই সারা দেশে ক্যাম্পাসে সংগ্রাম ও সন্ত্রাসের একরকম সহাবস্থানই চলে আসছে।

দেশের তথ্যাভিজ্ঞ মহল ও সচেতন জনগোষ্ঠীর কাছে ছাত্ররাজনীতি ও তার নেতৃত্বের এই পূর্বাপর ও বিমিশ্র অবস্থার বিশদ ব্যাখ্যা দিতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র। দেশের বর্তমান সর্বজন শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ তাঁর গভীর প্রজ্ঞা ও তীক্ষ্ণ বিচার-বিশ্লেষণ সঞ্জাত দৃষ্টিকোণ থেকে ইতোমধ্যেই বিভিন্ন উপলক্ষে বেশ কয়েকবার ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতিকে কার্যত দলীয় রাজনীতির প্রভাবমুক্ত করার পক্ষে মূল্যবান অভিমত দিয়েছেন। স্পষ্টত তাঁর উদ্বেগ শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের ঝনাৎকার, সন্ত্রাসীর দাপট ও সবরকম কলুষতার চির অবসান ঘটিয়ে শিক্ষার আদর্শ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্যই। তাঁকে ভুল বোঝার, তাঁর বক্তব্যে বিভ্রান্ত হওয়ার কোনই অবকাশ নেই।

গত শনিবার দেশের দুয়েকটি জাতীয় দৈনিকে 'ডাকসু'র ওপর যে উদ্বেগজনক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে তা বরং নতুন করে রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের সারবত্তাই সপ্রমাণিত করবে। ডাকসু'র গত ৭ বছরের বিভিন্ন খাতের কাজের ও অর্থের সুনির্দিষ্ট হিসাব-নিকাশ তুলে ধরে সে প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে, এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পদে সমাসীনদের কারও ছাত্রত্বই নেই, অথচ তাঁরা ছাত্রনেতাই রয়েছেন আর তাঁদের বিভিন্ন খাতে লাখ লাখ টাকা সংগৃহীত ও অবাধে ব্যয় হয়ে চলেছে। দেখার কেউ নেই। নেই কোথাও কোন চেক এ্যান্ড ব্যালান্স বা জবাবদিহিতার বালাই।

অবস্থা দেখে যে কোন মানুষেরই ভিরমি খাওয়ার যোগাড় হবে। এই নাকি ডাকসু! আইয়ুব-মোনায়েম-ইয়াহিয়া তথা এককালের পাকিস্তানী সামরিক একনায়ক ও তাদের এদেশীয় তল্পীবাহকদের হৃৎকম্পন সৃষ্টিকারী, স্বৈরশাসক এরশাদের বিরুদ্ধে আপোসহীন গণসংগ্রামের দৃপ্ত পতাকাবাহী এই নাকি সেই লড়াকু সংগঠন! এ সংগঠনের বিভিন্ন পদে যাঁরা সমাসীন; দেশেই নেই তাঁদের অনেকেই। কেউ কেউ এমপি, এমনকি মন্ত্রীও হয়েছেন। তাঁদের কেউই ক্যাম্পাসে আসেন না, এবং 'ডাকসু'র কোন কার্যকারিতাও আর নেই। অথচ ডাকসু'র নামে বিভিন্ন খাতে বিভিন্ন প্রতিনিধি লাখ লাখ টাকা তুলে খরচ করে চলেছেন। কী ভয়াবহ, কী বিচিত্র ব্যাপারই চলছে! প্রতিবেদনে ধরে ধরে বিভিন্ন পদের নাম, পদাধিকারী স্বনামধন্য সব 'কীর্তিমানে'র নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা কেউ স্বল্পকালের জন্য কোন একটি কোর্সের ছাত্র ছিলেন, ডাকসু'র গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন কিন্তু তারপর তাঁদের ছাত্রত্ব ও নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্বের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে কবেই। কেউ কেউ আমেরিকা বা অন্য কোন দেশে পাড়িও জমিয়েছেন, বা চাকরি নিয়ে চলে গেছেন অন্য একজনকে দায়িত্ব দিয়ে অথবা কোন রাজনৈতিক দলের টিকিটে সংসদ সদস্যের আসন বা মন্ত্রিত্ব লাভের সৌভাগ্যও হয়েছে কারও। এসব তথ্যের কিছু কিছু অনেকেরই জানা।

কিন্তু প্রশ্ন তাঁদের শুধু ঐসব যাওয়া-যাওয়ি নিয়ে নয়। প্রশ্ন এভাবে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে চরম অগণতান্ত্রিকভাবে, গঠনতন্ত্র বহির্ভূতভাবে কী করে ছাত্রদের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানটি টিকিয়ে রাখা হয়েছে এবং তার তহবিলের টাকা নিয়ে চলছে হরিলুট— সেই দায়িত্বজ্ঞানহীনতার চরম পরাকাষ্ঠা কীভাবে প্রদর্শিত হতে পারছে, সেটি নিয়েই।

প্রতিবেদনেও আছে এবং চলতি বছরের গত মে মাসে প্রকাশিত বিভিন্ন খবরেও দেখা যাবে, — ১. ডাকসু'র সর্বশেষ নির্বাচন হয়, গত ১৯৯০ সালের ৬ জুন; ২. প্রতিবছর ডাকসু নির্বাচন হওয়ার নিয়ম থাকলেও গত ৭ বছরেও নির্বাচন হয়নি; ৩. ডাকসুও বাতিল করা হয়নি; ৪. অছাত্র হওয়া সত্ত্বেও ডাকসু'র সদস্যপদ বাতিল করা হয়নি এবং ৫. বিভিন্ন খাত দেখিয়ে প্রতিবছর লাখ লাখ টাকা তুলছেন বিভিন্ন ডাকসু প্রতিনিধি।

মোট হিসাবে প্রকাশ, গত ৭ বছরে এভাবে বর্তমান 'ডাকসু' কর্মকর্তারা টাকা তুলেছেন ৫৬ লাখ। তার মধ্যে বিভিন্ন খাতে খরচ হয়েছে ৪৯ লাখ। বাকি ৭ লাখ কোন্ খাতে খরচ হয়েছে, তার কোন হদিসই নেই।

হিসাব-নিকাশের খুঁটিনাটির দিকে আমরা আর গেলাম না। আমাদের প্রশ্ন, এসবের জন্য কাঠগড়ায় দাঁড়াবে কারা? 'ডাকসু' ভেঙ্গে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এ বছর, ২৮ এপ্রিল। তার পরপরই নতুন ডাকসু নির্বাচন নিয়ে শুরু হয় ব্যাপক আলোচনা। কিন্তু সে আলোচনার কোন পরিসমাপ্তি ঘটার আগেই যেমন ক্যাম্পাসে নানান সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, হলগুলোয় বহিরাগত সমস্যা ইত্যাদি দেখা দিয়ে অবস্থা জটিল করে তোলে, তেমনই নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানেরও এ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থাই গৃহীত হয়নি। মাঝখান থেকে সাধারণ ছাত্র, অভিভাবক ও দেশবাসীর অর্থে গঠিত ডাকসু তহবিল নির্বিবাদে হয়ে যাচ্ছে লোপাট। সেইসঙ্গে নির্বাচন হচ্ছেনা অন্যান্য কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্র সংসদেও এবং ঢাকাসহ বহু স্থানেই বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাঙ্গনে হাজার হাজার সাধারণ ছাত্রছাত্রী হচ্ছে ভর্তি সমস্যা, সেশন জট, সন্ত্রাসসহ হাজারও সমস্যা ও দুর্ভোগের অসহায় শিকার।

আমরা মনে করি, ডাকসু'র তহবিল নিয়ে হরিলুটের উল্লিখিত ন্যক্কারজনক ঘটনার প্রতিকার, ডাকসুসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্র সংসদের গণতান্ত্রিক সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সত্বর সেগুলোর সুচারু পরিচালনার ব্যবস্থা এবং সব বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশের শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু ও অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল উপাচার্য, মাননীয় চ্যান্সেলর, সকল বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট, সকল কলেজ কর্তৃপক্ষ, ছাত্র ও শিক্ষক সংগঠনসমূহ এবং সচেতন সাধারণ ছাত্রছাত্রীসহ সকল দায়িত্বশীল মহল— সকলেরই ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস গ্রহণ করা দরকার। ছাত্ররাজনীতি ও ছাত্রসমাজের হৃত গৌরব ও সংগ্রামী ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার ও পুনর্প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির আশা-ভরসার স্থলকে সবরকম কলুষমুক্ত করাই সময়েই চাহিদা। একটি স্বাধীন দেশের এত বড় কলঙ্কমোচনকে অবশ্যই দিতে হবে শীর্ষ অগ্রাধিকার।